এবে ভুলি তত্ত্ব কথা, করিতেছে যথা তথা,
জন্মগত জাতিসৃষ্টি আজ।।
ক্ষুদ্রবুদ্ধি ক্ষুদ্র নরে, এসব বুঝিতে নারে,
জ্ঞানী বীর তুমি মহাজন।
নর-সৃষ্টি নীতি যাহা, পালিবে কেন বা তাহা,
তুমি মান আমার বচন।।
নমঃশূদ্র যারে কয়, জন্মগত জাতি হয়,
কর্ম্মগুণে নহে কভু ক্ষুদ্র।
জন্ম ছেড়ে কর্ম ধরে, দেখহ বিচার করে,
হীন কভু নহে নমঃশূদ্র।।
বল্লালের অত্যাচারে, নমঃশূদ্র আখ্যা ধরে',
বৌদ্ধ ব্রাহ্মণের এই গতি।
সরলতা উদারতা, প্রেম আর পবিত্রতা,
রাখিতেছে নমঃশূদ্র জাতি।।
তোমার প্রধান শিষ্যে, আছে তব স্নেহ বশ্যে,
অবশ্য পালিবে তব আজ্ঞা।
তার কন্যা পুণ্যবতী, রাজলক্ষ্মী আয়ুষ্মতী,
পরম কল্যাণী সুসৌভাগ্যা।।
তাহে পুত্রবধূ করি, আন ঘরে সুকুমারী,
সেই নারী লক্ষ্মী অংশভূতা।
এই স্বপ্ন নহে মিথ্যা, না কর এর অন্যথা,
সঙ্কটেতে আমি বটে ত্রাতা।।"
স্বপন ভাঙ্গিয়া যায়, নয়ন মেলিয়া তায়,
রামদাস দেখে ভানুদিত।
আনন্দে হৃদয় পুর, হয়ে আছে ভরপুর,
শয্যা ত্যাগি উঠে ত্বরান্বিত।।
পত্নীপুত্র দুইজনে, ডাকি স্বীয় সন্নিধানে,
হাসি হাসি কহে স্বপ্নাদেশ।
শুনিয়া রুক্মিণীদেবী, পবিত্র প্রেমের ছবি,
স্বামী প্রতি কহে সবিশেষ।।
'তুমি স্বামী আমি নারী, তব আজ্ঞা শিরে ধরি,
মোর মনে নাহি অন্য আশ।
তব ইচ্ছা পূর্ণ হোক, তব কীর্ত্তি দীপ্ত র'ক্,
এই বটে মোর অভিলাষ।"
পুত্রেরে চাহিয়া তবে, বলে 'পুত্র কহ এবে,
কিবা তব মনে অভিলাষ?"
পিতৃবাক্য শুনি কানে, চন্দ্রমণি ততক্ষণে,
বলে 'তাত! আমার বিশ্বাস;
পিতা-ধর্ম, পিতা-স্বর্গ, পিতৃপদে চতুর্ব্বর্গ,
পিতৃ-তৃপ্তি, তৃপ্তি দেবতার।
তব শুভ ইচ্ছা যাহা, পরম পবিত্র তাহা,
তব আজ্ঞা মোর অঙ্গীকার।।
পত্নী-পুত্র অনুগত, রামদাস প্রফুল্লিত,
স্বপ্নবাণী ইষ্ট-আজ্ঞা গণে'।
রাজলক্ষ্মী ধন্যা নারী,পুত্রবধূ রূপে বরি',
আনিলেন আপন ভবনে।।
ক্রমে ক্রমে দিন যায়, জননী রুক্মিণী হায়!
কালবেশে প্রাণ ছাড়ি যায়।
সাতীসাধ্বী পত্নীহারা, রামদাস শোকে জারা,
কোনরূপে প্রাণ ধরি রয়।।
মাতৃহারা চন্দ্রমণি, বিষম প্রমাদ গণি,
পিতৃপাশে কহিছে বচন।
'শুন তাতঃ স্নেহভরা, এবে আমি মাতৃহারা,
তুমি গেলে উপায় তখন?
পুত্রের ভারতী শুনি, রামদাস গুণমণি,
বলে 'বাছা না কর ভাবনা।
রাখে কৃষ্ণ কেবা মারে, কৃষ্ণ ভিন্ন এ সংসারে,
আপন বান্ধব কোন জনা?
মৈথিলী ব্রাহ্মণ সূত, নমঃশূদ্র কুলভূত',
ইহা ভাবি না করিও দুখঃ
মোর শেষবাণী লও, কৃষ্ণপদে মন দাও,
স্থূল ছাড়ি মনে রেখ সূক্ষ্ম।।
আমার মহান বংশে, স্বয়ং কৃষ্ণ পূর্ণ অংশে,
জন্ম লবে জীবের কারণে।

* *রামদাসের স্ত্রীর নাম—রুক্মিনী দেবী।*